কৌরব অনলাইন ৬৬
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫

কুণাল বিশ্বাসের কবিতা

পাপড়ি পরগণা

১.

ভোর ভোর যে ভাবনাগুলো জল পেয়ে খুলে গেল
সেসব ভাবিনি আমাদের
                পাপড়ি পরগণা পৌঁছে দেবে

খামার অধুনা পঞ্চায়েত অফিসের
মাথায় কাপড়, ভোরে জেগে
পুকুর কাটার বরাত নিয়েছে লোক, কতো লোক
কোদালের ঘায়ে মাটি এল এরপর
আওয়াজে হঠাৎ ঢং এই নয়া সংযোজন
মোহর আবিষ্কারের আশা

হাড় থেকে ঘাস গজানো মাঠের কথা
আমরা পরে বলব, বছর পঁচিশ পরে ধরো
এরকম এক ভোরে নতুন ভূখন্ড পেয়ে আমরা
লাল হয়ে উঠলাম, পাপড়ি পরগণা
ঘুমিয়ে রয়েছে, কিংবা তার নামকরণ হয়নি

২.

মাচার এ-পাশ ও-পাশ রোদ্দুর
ভাগ করে লাউ আর চালকুমড়ো
মৌমাছির অপেক্ষায়

পথপানে এরকম
তাতে যাই হোক, দুপুর সরিয়ে সন্ধে
ঘড়ির কাঁটারা বয়ে যাবে
হালকা জল মানে শিশিরের ঘায়ে
আরেকটু নরম

এ জানলাটা যেটুকু দেখতে দিল
যেটুকুর স্বত্ব রেখে দিল দুধারে বাকিটা
পরিসরে আরও মাচা, ফসল সবুজ
এই ঠিকানায় ভোর নামবে রোজ দুধজলে ধোঁয়া

৩.

দোপাটির চারা যার জোরে দুলছে, সে বাতাস
আমাদের চেনা প্রায় প্রত্যেক বাতাস পাতাকে দোলায়
একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ মিলে যাচ্ছে
রেখা ধরে এগোলে বিন্দুর পথ ধরে যাওয়া হল
জ্যামিতি সহজ আর রেখাময় পাতা আমাদের
কথাগুলো উড়ছে...

মধ্যাহ্ন এখানে স্পষ্ট, আমরা ভাবি প্রকৃতি হলুদ
উনুনের ধোঁয়া নেই, মানে সংসার নিষ্পন্ন হল
আপাতত এরও বেশি

একটা দোপাটির পাতা ছিঁড়ে ফেলে গেছে
খয়েরি মেঝেতে
আবার আকাশ দেখতে হবে পাখিরা কখন ফেরে
ঘরের কার্নিশে, নিজের বাসায় গাছে

নতুন প্রতিবেদন লিখে...

দোপাটি চারাটা ফুলে ভারী, ওর বাদবাকি পাতা
ঘটি ডোবাল মৃণাল
অপরাহ্ন ঘুরেফিরে আবার বিকেল হল কাছে

৪.

এখনই দুরন্ত আলো রাত এনে দিল
সহেলির তাঁবু আগলে এতক্ষণ
একটা সাদা বিড়াল নিজের ঢঙে জিরিয়ে নিচ্ছিল
ওকে তুলে ওর নিজের তাঁবুতে রাখি

বনপ্রান্তে গজিয়ে রয়েছে ঘাস
নামমাত্র হাওয়ায়
হাওয়া আর বিরাম নেবে না
মাঝেমধ্যে টর্চ সামনে পরিষ্কার করে দিলে
একটা নতুন প্রাণি, যেমন ডাঙার মাছ
ঘাস বেয়ে অন্য ঘাসে

আমাদেরও যাত্রা শুভ হোক

আমরা বুঝে উঠি সব—
পাহাড় ঘুমাতে যাবে, পাঁচ সেলের মোহর দেখিয়ে আলো
নিভে যাবে, ধাঁধাঁ চোখ
পেটে খিদে, বর্তনীর মধ্যে ক্ষীণ তড়িৎ প্রবাহ

৫.

এই সন্নিধির মানে সুরা, গান, সুরাপান
এখন দুপুর নিভে
আস্তানায় বরফ পড়ছে নিচে

আলাদা থাকার সুফল এসব
      রোদ দেখে সোনা লাগে
মধু সংগ্রহে সেসব লোক
খেজুরে আলাপ করে গেল, মদ খেয়ে গেল
পাপড়ির কথা বলে গেল

রোজের ঘটনা

হঠাৎ কোথাও কিছু হলে ভাবতাম
অভিযানে শিয়াল চলেছে
            অন্য মাঠে, একা খরগোস খাবে

৬.

একটা ঢেউ লাগাতার অন্যের খবর বয়ে আনে
জলে আছে যারা, মৃত যাদের অনেকে
                    গন্ধ আমাদের পায়ে

তারই ফাঁকে বালির পাহাড়
            মদ খেয়ে গান করে লোক
বান্ধবী আঙুল রাখে টেবিলে, আলোয়

৭.

চা বিষয়ে কিছু বলতে না বলতেই
ধোঁয়াওড়া কাপ ভরপুর, আমার নিজেরটা
চিনি কম, পৃথিবী ঘুরছে

কড়িকাঠ থেকে কোনো ঝুল নেই
কেননা সম্প্রতি পুজো গেল, আমরা জানালা
ঢাকা দিয়ে আন্দামান গেছিলাম
দরজার সামনে পায়রাটা আসেনি, অভ্যাস বদলে
আজ প্রতিবেশির বারান্দা খুঁজে নিক...
ডি-সিলভাকে শুধাব, ওঁর গ্রামে ভালো কফি
পাওয়া যায় কি-না

ও সেতারে তার বাঁধতে বসেছে
ওর ভোর নির্বাচন ছিল এমন অপূর্ব
ঠিক হল অল্পমধ্যে, আর তখনই
নিখিল আহির বাজালেন, একে টিউটোরিয়াল বলে

আমি তো ছবির মালা তুলে ফের
নতুন আরেক মালা ওঁকেই পরাব
টের পান তিনি
তাঁকেই শুধাব আমি, ডি-সিলভা পরেরবার
ভালো কফি খুঁজে আনতে পারবে কি-না

কুণাল বিশ্বাস (জন্ম ১৯৯১) পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, শখ সেতার ও সরোদ শোনা, চিত্রকলা, কলনবিদ্যা ও চলচ্চিত্র। লিখেছেন 'এই সময়' কাগজে রিপোর্তাজ ঘরানায় কিছু গদ্য, 'কৌরব অনলাইন', 'এই সহস্রধারা', 'হাওয়া ৪৯' ও 'সর্বনাম' পত্রিকায় কয়েকটা গল্প, 'ভাষালিপি', 'সর্বনাম' ইত্যাদি পত্রিকা এবং 'চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম', 'আপনপাঠ', 'চলভাষ' ও 'তবুও প্রয়াস' ওয়েবজিনে গুচ্ছ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কবিতার বই: ভ্যান গঘের প্রিয় রঙ (ভাষালিপি) এবং গোলাপে, হাওয়ার বেগে (অহিরা)।